লম্বা রজ্জু ও মক্কা নকশা। মসজিদের অভ্যন্তরে আছে ৪টি পাথরের থাম বা স্তম্ভ। ইটের তৈরি ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক স্তম্ভ ২টি করে পাথর খণ্ডের সাহায্যে নির্মিত। পাথর দুটি ভিন্ন মাপ ও ভিন্ন প্রকৃতির। উচ্চতার সমতা রক্ষার জন্য নিচে ইটের তৈরি পালমঞ্চ কম বেশি উঁচু করে নির্মিত। এই ৪টি প্রস্তর স্তম্ভ ও চারদিকের দেয়ালের উপর নির্মিত হয়েছে মসজিদের ৯টি গম্বুজ। ভিতরের খিলান ও গম্বুজগুলির নির্মাণ-কৌশল খুবই উঁচু মানের। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অন্যগুলির চেয়ে আকারে কিছুটা বড়। ভিতরে তিনটি কুলঙ্গি আছে। অপর তিন দিকে রয়েছে তিনটি করে খিলান ও খোলা দরজা। প্রত্যেক দিকেই মধ্যবর্তী দরজাটি কিছু বড়। সব মসজিদের মতো এরও প্রধান মুখ ছিল পূর্ব দিকে। বগোতাক্ষ নদের দক্ষিণ দিকে বর্তমানে যে খাল দেখা যায় সে দিকে। সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন গোটা এলাকাটি সেকালে একটি পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, সন- ১৯১৪ খ্রি. পৃ ৩২৫)। অন্য দুই দিকেও পরিখা ছিল। একটি মসজিদের চারদিকে এমন শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেন ছিল, তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। খুব সম্ভব ধনরত্ন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্য কোনো ইমারতের অস্তিত্ব এই আশপাশে হয়তো ছিল বলে এমনটা ঘটেছিল। এতকাল পরে সেই ইমারতটি সম্ভবত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাগেরহাটের সুবিখ্যাত ষাটগম্বুজ ও

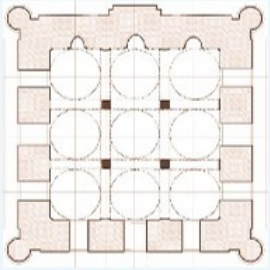

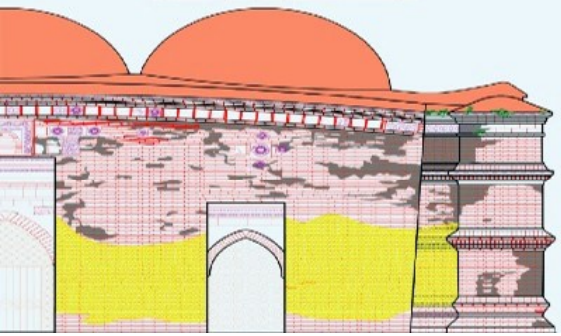

নয়গম্বুজ মসজিদের সঙ্গে আলোচ্য মসজিদের গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য কৌশলের যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ কারণে পণ্ডিতেরা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই মসজিদ অপর দুটি মসজিদের সমসাময়িক এবং খান জাহান আলী কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয় জন প্রবাদের উপর ভিত্তি করে বুড়াখাঁ ও তাঁর পুত্র ফতে খাঁকে মসজিদের নির্মাতা বলে ধরা হয়। তারা উভয়েই ছিলেন খান জাহান আলীর সহচর। খান জাহান আলী সম্পর্কে যে প্রবল জনশ্রুতি চলে আসছে, তাতে জানা যায় যে, বারবাজার (ঝিনাইদহ জেলার বার বাজার) থেকে সদল বলে মুড়লী (যশোর) পর্যন্ত এসে তিনি নিজে একদল সঙ্গী নিয়ে বাগেরহাটের দিকে যান এবং তাঁর বিশস্ত সহচর বুড়া খাঁর নেতৃত্বে আর একটি দলকে মসজিদকুঁড়, বেদকাশী প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে প্রেরণ করেন। চলর পথে তারাও খান জাহান আলীর নির্দেশ ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এখানে সেখানে একাধিক জলাশয় খনন এবং রাস্তাসহ মসজিদ নির্মাণ করেন।

বুড়াখাঁ ও ফতে খাঁ দক্ষিণে বেদকাশী পর্যন্ত গিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়। তবে তাঁদের স্থায়ী বসতি আমাদি গ্রামে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে তাঁদের দুজনেরই পাকা কবর ছিল বলে সতীশচন্দ্র মিত্র 'যশোর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃ. ৩২৫) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদি গ্রামে পশ্চিম দিকে নদীর কূলে বুড়াখাঁ ও ফতেখাঁ উভয়ের কবর ছিল। অল্প দিন আগে যদিও বুড়াখাঁর কবর ভেঙ্গে নদীতে জেলে গেছে তথাপি এখনও একটি গোলাক চাপা ফুলের গাছের তলায় ফতেখাঁর সমাধির ভগ্নাবশেষ আছে। কিন্তু হালআমলে উক্ত স্থান পরিদর্শন করে দেখা যায় কবরের কোনো ভগ্নাবশেষ বা অস্তিত্ব টিকে নাই। শুধু দুই একটি প্রাচীন ইটের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আর এই স্মৃতি স্থানের পাশে একটি কবরখানা গড়ে উঠেছে। এখনও বহু হিন্দু-মুসলমান এই সমাধি স্থানে মানত করে এবং এর চিহ্ন স্বরূপ ফুলের গাছটির গায়ে ইটের খণ্ড ঝুলিয়ে রাখে।

'বুড়াখাঁ যে শুধু ধর্ম প্রচারের জন্যই এখানে ছিলেন তা নয়। তাঁর প্রধান কাজ ছিল রাজ্য শাসন ও জমি পত্তন নেয়া। তাঁর সমাধি স্থানের অনতিদূরে তাঁর বাড়ি বা একটি স্থাপনার ভগ্নাংশের চিহ্ন এবং একটি দিঘির অস্তিত্ব এখনও টিকের আছে। দু'দিকে নদী ও অপর দুদিকে কৃত্রিম খাল সে বাড়ির পরিখার ভূমিকা পালন করতো। বুড়াখাঁর বসতবাড়ি বলে কথিত স্থানে 'কালিকদিঘি' নামে একটি অতি বিরাট জলাশয় আছে। এর আয়তন প্রায় ৩৫ একর। এক মতে এই জলাশয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নামক এক রাজার এবং অন্য মতে বুড়াখাঁ-ফতেখাঁর কীর্তি বলে ধরা হয়। শেষোক্ত মতটিই সত্য বলে মনে হয়। কারণ চৌধুরী উপাধি ধারী রাজা ইন্দ্রনারায়ণকে মোঘল আমলের আগের লোক বলে ধরা যায় না। অথচ দিঘিটি যে মোঘল আমলের বহু পূর্বে সুলতানি আমলের তাতে কোনো সন্দেহ নেই বলে সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোর খুলনার ইতিহাস থেকে জানা যায়। খুব সম্ভব এই প্রাচীন জলাশয়টিকে পরবর্তীকালে তিনি নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন। বুড়াখাঁ দক্ষিণাঞ্চলে খান জাহান আলীর প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যশাসন ও ধর্ম প্রচার করতেন বলে জানা যায়।

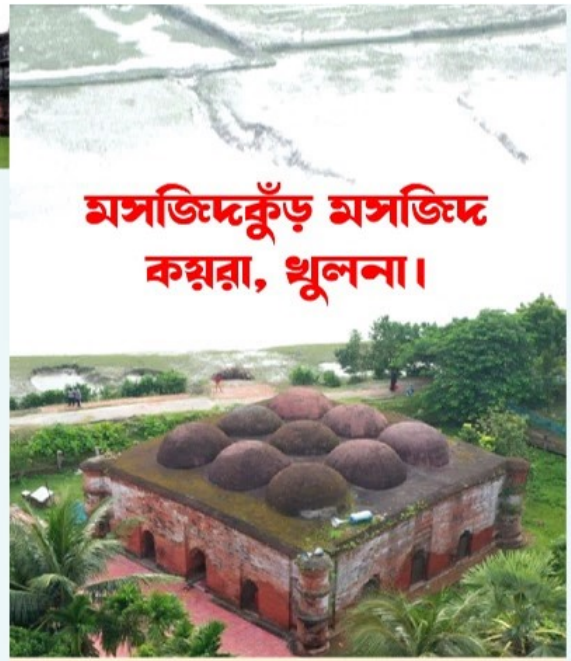

মসজিদকুঁড় মসজিদ
কয়রা, খুলনা।

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

archaeologykhulna@yahoo.com; www.archaeology.khulnadiv.gov.bd

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৪

মসজিদকুঁড় মসজিদটি কপোতাক্ষ নদের পশ্চিম তীরে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার আমাদি গ্রামে অবস্থিত। এটি নয়গম্বুজ বিশিষ্ট একটি প্রাচীন মসজিদ। বর্ণাকার এই মসজিদটি খানজাহান আলীর সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী খানজাহানের সহচর বুড়াখাঁ ও তাঁর পুত্র ফতে খাঁকে মসজিদের নির্মাতা বলে গণ্য করা হয়। তবে এই মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি এবং ছিল বলেও জানা যায় না। মসজিদ নির্মাণের পর কালক্রমে এ স্থান পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে এবং মসজিদটি আংশিকভাবে মাটি চাপা পড়ে। পরবর্তীকালে এ স্থানে যখন নতুন করে আবাদ শুরু হয় তখন জঙ্গল কেটে মাটি খুঁড়ে মসজিদটিকে বের করা হয় বলে এই স্থানের নাম রাখা হয় মসজিদকুঁড় এবং গ্রামের নামানুসারে মসজিদটির নাম রাখা হয় মসজিদকুঁড় মসজিদ।

মসজিদকুঁড় মসজিদের ১৯১০ সালের পূর্ববর্তী দৃশ্য, সূত্র: সতীশচন্দ্র মিত্র

মসজিদকুঁড় মসজিদ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যতম একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এই মসজিদ নির্মাণে চুন-সুরকি ও অলঙ্কৃত ইট ব্যবহার করা হয়েছে। পোড়ামাটির তৈরি অপরূপ কারুকার্য খচিত মসজিদটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত একটি পুরাকীর্তি।

দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ১৬.৬৬ মিটার ও ভিতরের দিকে ১২.১২ মিটার দিঘল। দেওয়ালগুলো ইটের তৈরি এবং প্রায় ২.১১ মিটার চওড়া। মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ৩ টি করে প্রবেশ দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দেওয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশ দরজাটি পাশের দুটি থেকে বড়। প্রবেশ দরজাগুলো পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত। মসজিদের চারকোণে ৪টি গোলাকার মিনার বা বুরুজ আছে। বিরাট আকারের মিনারগুলি ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত উঠানো। এগুলিকে ৬টি গোলাকার ডোরা দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। মসজিদের বাইরের দেয়াল দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর দিকে পোড়ামাটির চিত্র ফলক দ্বারা অলংকৃত ছিল। বিলান ও কার্নিসের উপরেও অনুরূপ অলঙ্করণের কাজ ছিল। এগুলির মধ্যে ছিল পদ্মফুল, মালা,

terracotta panels on the south, east and north sides. There was similar decoration on the arches and cornices. The walls, door frames and cornices are adorned with rosette lotus, flower, garland, delayed string and bell motif. There are 4 stone pillars inside the mosque.

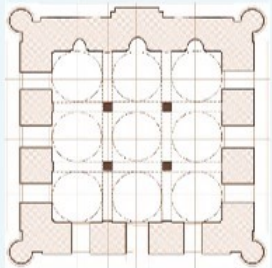

The stones are of two different sizes and types. The brick pedestal part was left more or less higher in order to maintain uniformity with the total height of the mosque. The 9 domes of the mosque were built with the help of wall-arches set in the corners and 4 stone pillars standing on the central part of the floor. The construction of the inner arches and domes is of a very high standard. There are three arches inside the mosque. This mosque was surrounded by water bodies on its four sides formerly. There was Kapotaksa on the north-west and either a cannel or a moat on the south-east, the latter now being merged with the Kapotaksa on the south. The purpose of such a strong defense is curious and very likely there would have been existed treasury houses, all being totally lost now. The architecture and decoration bear trends of khan Jahani style of Bagerhat.

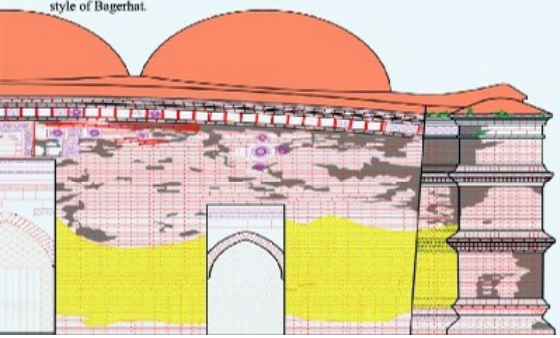

Some scholars, however, on ground of the above similarities are agreed to accept this nine domed mosque as contemporaneous to the Bagerhat group of mosques. Based on local folklore, Burakhan and his son Fatekhan was the builders of the mosque. Both of them were companions of Khan Jahan Ali. According to the popular rumor about Khan Jahan Ali, he himself went towards Bagerhat with a group of companions from Barabazar (in Jhenaidah district) to Murli (Jesore) and another group led by his close companion Burakhan sent towards Masjidkur, Bedkashi.

They also dug reservoirs, constructed roads and built mosques at various points along their way following the instruction of Khan Jahan Ali. Burakhan and Fatekhan are said to have gone as far as Bedkashi on the south.

However, there is evidence that their permanent settlement was in Amadi village. Satish Chandra Mitra has mentioned in his 'Jessore-Khulnar Itihas (P. 325) there were two graves of both Burakhan and Fatekhan on the west side of the river in Amadi village. A few days ago Burakhan's grave devoured by the river, and there are still the remains of Fatekhan's tomb under a rounded tree. But in course of a recent investigation over the said area, no tomb has been found extant excepting only two pieces of ancient brick. A more recent cemetery is observed to the south of the marked site of Fatekhan and Burakhan's graves. Many Hindus and Muslims still pay their respect at this tomb area. It is believed that Burakhan was here not only to preach religion; his main work was state administration and land acquisition.

There is a very large water tank called 'Kalika Dighi' in the place called Burakhar Basatbati. The area is about 35 acres. According to consensus, this reservoir belongs to a king named Indranarayan Chowdhury. According to others, the reservoir belongs to Burakhan-Fatekhan. The latter opinion seems to be true. Raja Indranarayan, as the bearer of 'Chowdhury' title, cannot be considered hailed from the pre-Mughal period. However, there is no doubt that the dighi/reservoir was dug during the Sultanate period..

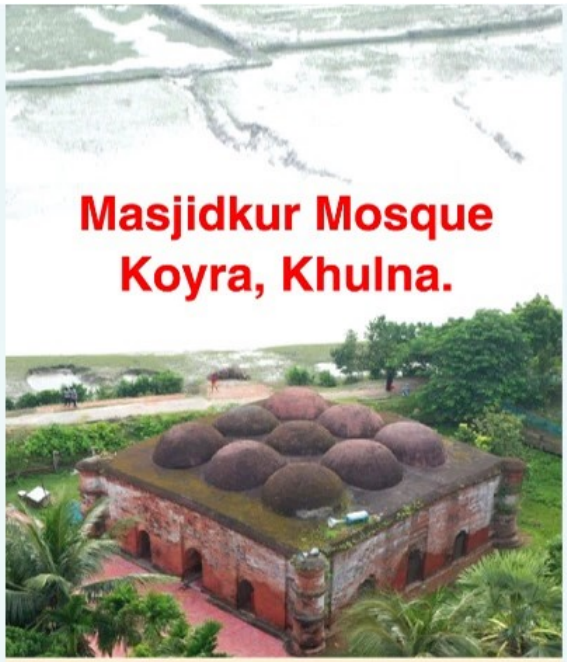

Masjidkur Mosque
Koyra, Khulna.

Regional Directorate Office
Department of Archaeology, Khulna
and Barishal Division
Ministry of Cultural Affairs

archaeologykhulna@yahoo.com; www.archaeology.khulnadiv.gov.bd

First Published: June 2024

Masjidkur Mosque is located on the west bank of Kapotaksa river in Amadi village under Koyra Upazila of Khulna district. It is an ancient mosque roofed over with nine domes. Built on a square base, this mosque is believed to have been built during the reign of Ulugh Khan Jahan Ali. According to local legend, Khan Jahan Ali's companion Burakhan and his son Fatekhan are said to be the builders of the mosque.

Masjdikur Mosque, before 1910, Source: S Mitra

However, no inscription of this mosque has been found. Over time, this place became abandoned and covered with forest and the mosque was partially buried in the ground. Later, when new habitation started in this place, then the forest was cut down and the deposited soil over the mosque was dug out, so this place was named Masjid Kur and the mosque also named Masjidkur Masjid. It is one of the most important archaeological monuments of Bangladesh.

The mosque is built of brick laid in lime mortar and is decorated with decorative bricks. Each wing of this magnificent mosque is 16.66 meters in length externally and 12.12 meters internally. The walls are about 2.11 meters wide. Each side, excepting the western-one, possesses 3 doorways. The central doorway of each wall is larger than the flanking counterparts . There are 4 round towers at its four corners. The massive towers rise to the level of the cornice. They are ornamented with 4 rounded raised bands. The outer walls of the mosque were decorated with